[redacted]

[redacted]

[redacted]

বাইডেন

সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন জো বাইডেন। এর সপ্তাহের পর এই সিদ্ধান্ত নিল বাইডেন প্রশাসন।

দুই আরব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রির এ অনুমোদন দিয়েছিলেন সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যান্তনি ব্লিনকেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর আল-জাজিরার।

ট্রাম্প প্রশাসনের অনুমোদন দেওয়া সেই অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যালোচনা করে দেখছে বলে ব্লিনকেন জানান।

বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই বুধবার প্রথম প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, আমাদের কৌশলগত লক্ষ্য ও পররাষ্ট্রনীতি উন্নয়নে ওই দুই দেশে অস্ত্র বিক্রি কতটা সহায়ক, তা নিশ্চিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বুধবার প্রথম খবর দেয় যে, বাইডেন প্রশাসন সৌদি ও আমিরাতের কাছে কয়েক হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।

এসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল, আমিরাতের কাছে এফ-৩৫ যুদ্ধ বিমান এবং সৌদি আরবের কাছে প্রিসিশন গাইডেড মিউনিশন মারণাস্ত্র, যা স্বল্প সময়ের মধ্যে চিহ্নিত টার্গেট ধ্বংস করে ফিরে আসে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক ফের মূল্যায়নে কাজ শুরু করার এক সপ্তাহ পর পদক্ষেপ আসল।

২০ জানুয়ারি শপথ নিয়ে হোয়াইট হাউসে কাজ শুরুর প্রথম ধাপেই ট্রাম্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি পর্যালোচনা বা বাতিলে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন তিনি।

ইসরায়েলকে নজিরবিহীন সমর্থন ও ইরানের বিরুদ্ধে ‘সর্বোচ্চ চাপ’ প্রয়োগের নীতির পাশাপাশি সৌদি আরব ও আমিরাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন ট্রাম্প।

২০১৯ সালের মে মাসে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা পরিস্থিতিতে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। ওই সময় সৌদি আরব, আমিরাত ও জর্ডানের কাছে ট্রাম্পের আট বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মার্কিন কংগ্রেস।

ক্ষমতা ছাড়ার আগ মুহূর্তে গত বছরের ডিসেম্বরে আগে সৌদি আরবকে ২৯ কোটি ডলার মূল্যের ছোট অস্ত্র বিক্রির ডিক্রি অনুমোদন করেছিলেন ট্রাম্প।

বাইডেনের জয়ের নেপথ্যে ছিল বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দুর্গ ভেঙে মার্কিন মসনদে বসেছেন ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন। বলা হচ্ছে, তার এই জয়ের নেপথ্যে ছিল অজ্ঞাত পরিচয় দাতাদের বিপুল পরিমাণ ‘কালো টাকা’(ডার্ক মানি) ডোনেশন।

ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, অনুদানের এই ১৪৫ মিলিয়ন ডলার ডার্ক মানি ছিল বাইডেনের উইনিং ক্যাম্পেনিং-এর পিছনে। বছরের পর বছর ধরে ডেমোক্র্যাটরা যে ধরণের অর্থ সংগ্রহের সমালোচনা করে আসছে। তবে কারা সেই দাতা তা জানা যায়নি।

তহবিল সংগ্রহের প্রবণতা থেকে বাইডেনের ক্ষেত্রে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে গেছে। যা বর্তমান কোনও প্রেসিডেন্টের কাছে একটা রেকর্ড। ২০১২ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মিট রোমনের সমর্থনে বেনামে ১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কালো টাকা অনুদান এসেছিল।

কিন্তু এবার সেই রেকর্ডও ভেঙেছে। ডেমোক্র্যাটরা বলছেন যে, তারা

ডার্ক মানিকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু অভিযোগ, ২০২০ সালে ট্রাম্পকে পরাজিত করতে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল তারা। সূত্র: কলকাতা টোয়েন্টিফোর।

দুদক কাণ্ডে নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ, বাতিল করলেন হাইকোর্ট

দুদক কাণ্ডে ভুল বিচারের মামলার রায়ে নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৫ বছরের জেল ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিশেষ আদালতের ওই রায় বাতিলের পাশাপাশি নিরপরাধ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাও প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এসএসসির সনদ জালিয়াতির মামলাটি নতুন করে তদন্তের জন্য দুদককে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ রায় দেন।
হাইকোর্ট বলেছে, ভুল তদন্তে দায়ী তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদককে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আর নিরপরাধ ব্যক্তি যদি দুদকে ক্ষতিপূরণের আবেদন দেন তাহলে সেটা যেন কমিশন বিবেচনা করেন সেটাই উচ্চ আদালতের প্রত্যাশা।

আদালতে দুদকের পক্ষে খুরশীদ আলম খান ও কামরুলের পক্ষে মিনহাজুল হক চৌধুরী শুনানি করেন।

প্রসঙ্গত, নোয়াখালীর পশ্চিম রাজারামপুরের বাসিন্দা কামরুল ইসলাম এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সনদ জালিয়াতি করে ভর্তি হন মাইজদী

কলেজে। এ ঘটনায় তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দায়ের করেন পূর্ব রাজারামপুরের কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। পূর্ব-পশ্চিমের ঠিকানার ভুলে সেই দুদক কাণ্ডের শুরু। যার কারণে প্রকৃত আসামি থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পরে পশ্চিম রাজারামপুরের কামরুলের পরিবর্তে চার্জশিট দেওয়া হয় পূর্ব রাজারামপুরের কামরুলের বিরুদ্ধে। তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে জারি করা হয় গ্রেফতারি পরোয়ানা। পরে পুলিশ পরোয়ানা তামিল আদেশ প্রতিপালন করতে গেলে তারা প্রকৃত আসামির পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তির বিষয়টি উদঘাটন করে আদালতে প্রতিবেদন দেয়।

কিন্তু বিচারের সময় সেটাও আমলে নেননি নোয়াখালীর বিশেষ আদালতের বিচারক। পরে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে পূর্ব রাজারামপুরের কামরুলকে ১৫ বছর জেল ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। জারি করা হয় গ্রেফতারি পরোয়ানা। গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচতেই হাইকোর্টে রিট করেন কামরুল। ওই রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট এই রায় ঘোষণা করেন।

এমপি হিসেবে প্রথম টিকা নিলেন জুনাইদ আহমেদ পলক

সংসদ সদস্যদের (এমপি) মধ্যে প্রথম টিকা নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই টিকা নেন।

টিকা নেওয়ার পর প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, টিকা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এসব গুজবকে ভুল প্রমাণ করে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম টিকা নিলাম। আমি ভালো আছি, কোন সমস্যা হচ্ছে না। আপনারাও টিকা নিন

যতটুকু পড়াতে পারবো, তার উপরেই এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষা- শিক্ষামন্ত্রী

মেহেরপুর জেলা প্রসাশন কতৃক আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে “শতঘণ্টা মুজিবচর্চা” অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে সীমিত আকারে স্কুল খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এজন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে। এই সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস নেওয়া হবে। তবে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ৬০ ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ৮৪ কর্মদিবসের মধ্যে যতটুকু পড়াতে পারবো ততটুকুর উপরেই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় যুম প্লাটফর্মে “জ্ঞান ভিত্তিক বাংলাদেশ ও জাতির পিতা” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীর প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

এছাড়াও তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নিয়ে যতগুলো সপ্ন ছিল, সব সপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা গরতে চেয়েছিলেন সেই সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতি বছর প্রায় ৩৫ কোটির বেশি বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। দারিদ্র্য যেন শিক্ষার বাঁধা না হয় সেজন্য তিনি উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। নারী ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন। সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করছেন।

জেলা প্রসাশক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শতঘণ্টা মুজিবচর্চা অনুষ্ঠানের মুখ্য উপদেষ্টাজন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম-সম্পাদক ইব্রাহীম শাহীন প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে ধানের চারা রোপণ’র উদ্বোধন

কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’র মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ। এ যন্ত্র দিয়ে রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা। এতে সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থের, কমছে উৎপাদন খরচ আর অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। কৃষিবান্ধব এই যন্ত্রটি দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি জমিতে ধান রোপণ করা সম্ভব হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার চাষিরা ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ করছেন। এতে অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষিরা।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে একজন শ্রমিক দিনে ৩ থেকে ৪ একর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারেন।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এই যন্ত্র দিয়ে একসঙ্গে ৬ লাইনে ধানের চারা রোপণ করা যায়। ধানের চারা রোপণে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে রোপণ খরচ ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে কমপক্ষে চারজন শ্রমিককে কাজ করতে হয়।

এতে খরচ হয় কমপক্ষে ২হাজার থেকে ২হাজার ৫শ টাকা। আর রাইস

আগামীর কৃষি মানেই যন্ত্রনির্ভর কৃষি। যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করেছি। এর মূল কারণ হচ্ছে অল্প সময়ে অধিক জমিতে চারা রোপণ করা সম্বব হচ্ছে, উৎপাদন খরচও কমে যাবে, কৃষিক লাভবান হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক কৃষিবিদ ড. শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধান চাষ কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ১০০ হেক্টর জমিতে রাইস ট্রান্স প্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রাইস ট্রান্স প্লান্টার মেশিন, কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনে ক্রয়ে সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করছে।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে কুষ্টিয়া জেলা আ.লীগের শ্রদ্ধা

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

গতকাল বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক আজগর আলীর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা।

এছাড়া অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বঙ্গবন্ধুসহ ৭৫-এর ১৫ আগস্ট তার পরিবারের নিহত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ০৭ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সদর উদ্দীন খানকে সভাপতি ও আজগর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন দলের

সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দীর্ঘ এক বছর পর রোববার এ বছরের ৩ জানুয়ারি ৭৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে চারজন নারী পদ পেয়েছেন। এছাড়া আরও দু’জন নারী সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

“স্মৃতিতে মেহেরপুর” ফেসবুক গ্রুপের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে স্মৃতিতে মেহেরপুর ফেসবুক গ্রুপের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর পৌর ঈদগাহ গেট সংলগ্ন তারেক ফুডস্ এন্ড পার্টি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্মৃতিতে মেহেরপুর ফেসবুক গ্রুপের প্রধান এ্যাডমিন মিজানুর রহমান রিনুর নেতৃত্বে অসহায়, দুস্থ ১শ পরিবারের মাঝে এই শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, স্মৃতিতে মেহেরপুর ফেসবুক গ্রুপের এ্যাডমিন- মোঃ সুজন, ইমরান খাঁন, মোস্তফা ময়েন এবং মডেরেটর মোঃ সাইফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান রতন, মোঃ শামীম রেজা, মোঃ সাইদ, এসএম নাইন, মোঃ সাদ্দাম হোসেন, মোল্লা, মিজানুর রহমান, তাওসিফ আহমেদ পিয়াস প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে

আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীর মোটরসাইকেল শোডাউন

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার মেয়র প্রার্থী হাসান কাদির গনু মোটর সাইকেল শোডাউন করেছেন।

তিনি গতকাল বুধবার বিকেলে তার কর্মী সমর্থক নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে এক বিরাট মোটর সাইকেল র্যালী বের করেন। র্যালীটি আলমডাঙ্গা শহর থেকে কলেজপাড়া, আনন্দধাম, সোনাপট্রি, পশুহাট, স্টেশনপাড়া, বন্ডবিল, গোবিন্দপুর, এরশাদপুর হাইরোড়সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কলেজ প্রাঙ্গণে শেষ হয়।

র্যালী শেষে মেয়র প্রার্থী হাসান কাদির গনু বলেন, নৌকা মার্কায় আমাকে মনোনীত করায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিবাদন ও ধন্যবাদ।

তিনি আল্লার কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরবাসি আমাকে তিনবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, আমি আপনাদের কাছে ঋণি। আগামী ১৪ তারিখের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনয়ন দিয়ে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আপনারা নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করবেন।

আমি আমার নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপিকে সাথে নিয়ে আগামী দিনে আপনাদের সেবা করতে পারি সেই সুযোগ আমাকে দেবেন। এমপি ছেলুনের সহায়তায় সম্প্রতি পৌরসভায় ৩৩ টি রাস্তার কাজ উদ্বোধন করেছি। কাজ চলছে, ভোটের আগেই রাস্তার কাজ শেষ হবে ইনশাল্লা।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, জেলা মৎসজীবী লীগের আহবায়ক সাহাবুল হক, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান,

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি সালমুন আহমেদ ডন,